শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৮

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

শিষ্যদের প্রতি সদ্ উপদেশ

আমার পারমার্থিক পুত্র-কন্যাগণ,

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের পরম করুণাময় পারমার্থিক পিতামহ, যিনি প্রাচ্যে উদিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণা কিরণে এই তমসাময় জগৎটিকে উদ্ভাসিত করেছেন, সেই শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক! আমি তোমাদের সকলের কাছে আবার একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লেখবার সুযোগ নিচ্ছি। আমি আশা করি, আমার শিষ্যসমূহের প্রত্যেকেই এই চিঠিখানি এবং আগেরগুলিও পড়বে। যেহেতু এগুলিতে উপলব্ধি আর উপদেশ আছে, আর সেগুলি যে কালের গণ্ডিতে বাঁধা তা নয়।

ইদানীং দেখে বেশ ভরসা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণভাবনা পরিত্যাগ করে খুব কম শিষ্যই চলে যায় মনে হচ্ছে। পরিণামদর্শিতায় সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি হয়েছে পৃথিবীব্যাপী কিংবা অন্তত আমার শিষ্যসমূহ তো মনে হয় শ্রীকৃষ্ণভাবনা মেনেই চলছে। তারা মনে হয় মায়ার শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে বদ্ধপরিকর, যাতে তাদের প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ মায়ার দ্বারা যে সব বিঘ্ন-বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেই চলেছে।

অবশ্য কিছু ভক্তের নানা অসুবিধা হচ্ছে এবং তাদের পারমার্থিক জীবনে উদাসীন হয়ে পড়ছে। আর যদিও সংখ্যায় কম, তবু আমার কাছে এটা দারুণ দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

এক শিষ্য অসৎসঙ্গে পড়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলন বর্জন করে চলে গেছে; তার স্ত্রী সেদিন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন তার স্বামী ফিরে আসছে না। সে বলল, তার স্বামী মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণভাবনায় ফিরে আসা তার কর্তব্য নয়, বরং সেটা গুরুরই কাজ তাকে খোঁজা এবং ফিরিয়ে আনা। শিষ্য যেখানেই থাকুক, প্রকৃত গুরুর কাজ তাকে খুঁজে বের করা আর তাকে শ্রীকৃষ্ণভাবনায় টেনে ফিরিয়ে আনা।

তাই সে লুকিয়েছিল এই অপেক্ষায় যে, যাতে তাকে খুঁজে আনা হয়। সে ছিল অ্যানদিস্ পর্বতমালার কাছে। কোনও একটা জায়গায়, আর আমাকেই নাকি খুঁজে বার করতে হবে তাকে, আমার সমস্ত প্রচারকার্য ফেলে রেখে।

আমি একটা চিঠি দিলাম তাকে। আর আমি যেহেতু একটা শহরে যাচ্ছিলাম, ওখানে দিন কয়েকের প্রচারকার্যে, তাই তাকে অনুরোধ জানালাম, সেখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।

কিন্তু সে এল না। মায়া কি ভাবে যে ঐসব নির্বোধ চিন্তা শিষ্যদের মনে ঢুকিয়ে দেয়। এমন কি, স্বয়ং দীক্ষাগুরু তাকে লিখলেন,

আসতে অনুরোধ জানালেন, দেখা করতে বললেন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা বিঘ্ন-সমস্যা জেগে থাকলে। প্রতিকারের চেষ্টা না করে, তবু শিষ্যটি লুকোচুরি খেলতে থাকল।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, শিষ্যেরই দায়িত্ব কখনও অসুবিধায় পড়লে দীক্ষাগুরুর সাহায্য নেওয়ার। অবশ্যই গুরুর সেটা অহৈতুকী কৃপা যদি তিনি শিষ্য পতিত হলে নিজে তাকে খুঁজে বের করে কৃষ্ণভাবনাময় জীবনচর্চায় টেনে আনেন। যেমন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সেবককে দক্ষিণ-ভারতের ভট্টথারিদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেবককে ভট্টথারিরা মাদকাসক্ত করে বশীভূত করে রেখেছিল, তাই তাকে দৈহিক বলপ্রয়োগ করে রক্ষা করতে হয়। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

শিষ্যরা স্বেচ্ছায় তাদের গুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে অবহেলা করছে আর জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে তারা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এমন কি, গুরুদেব যদিও কোনও লোক মারফৎ সাহায্য বাড়িয়ে দেন, চিঠি কিংবা ব্যক্তিগত সংযোগের মাধ্যমে, দেখা যায় যে, ঐ সব শিষ্যরা প্রায়ই প্রসারিত হাতটিকে জাপটে ধরে না আর মায়ার কবল থেকে নিজেদের তুলে আনতে দেয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, “ঘুমন্ত কাউকে তুমি জাগাতে পার, কিন্তু যে ঘুমন্ত বলে ভান করে আছে, তাকে জাগানো সম্ভব নয়, কারণ সে

তো বাস্তবিকই জেগে রয়েছে। আমি এখনও সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করছি যাতে যে সব শিষ্যরা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চায়, তাদের সেই সান্নিধ্য এবং যে কোনও ব্যক্তিগত সহায়তা দেবার জন্য।

অন্যান্য প্রবীণ গুরুভ্রাতারা এবং গুরুভগ্নীরাও সহায়তা করছেন প্রচার কার্যের মাধ্যমে বিপথগামী শিষ্যসমূহকে সাহায্য করে সাধন ভক্তির পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

একবার শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারবাণী প্রদান করছিলেন। আমার গুরুভ্রাতাদের একজনকে, যখন আমি ছিলাম উপস্থিত। এই ভক্তটি শ্রীল প্রভুপাদের দিকে ভারি বিষন্ন মুখে তাকিয়ে ছিল আর তাকে খুবই অসুখী মনে হচ্ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বোঝাচ্ছিলেন, কেন তুমি গুরুদেবের সামনে মন খারাপ করে রয়েছ? যখন গুরুদেব এই জগতে প্রকটিত থাকেন, তখন শিষ্যের বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকার কোনও কারণই নেই, যেহেতু শিষ্য তখন গুরুদেবের সান্নিধ্যে যেতে

পারে, উপদেশ নিতে পারে, আর সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করতে পারে যাতে সে পারমার্থিক জীবনের যে কোনও বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ সেই ভক্তটিকে বলেন, "আমি তোমাকে খুশি হয়ে থাকতে আদেশ করছি!' অনেকটা কৌতুকের ব্যাপার, আবার সেই সঙ্গে খুব গুরুতরও বটে। শ্রীল প্রভুপাদ পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, এই ভক্তটির মনমরা হয়ে থাকার কারণ একান্তই ছিল মানসিক পর্যায়ে। ভক্তটিকে তখন যা করতে হবে, তা আর কিছুই নয় শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কাছে আত্মসমর্পণ, আর তা হলেই তৎক্ষণাৎ তার বিভ্রান্তি হয়ে যাবে দূর এবং সে খুশি হয়ে উঠবে। সে শুধু কেবলই তার বৃথা অহঙ্কার বোধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল আর শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণে রাজি হচ্ছিল না।

শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন এমনই করুণাময় যে, তিনি শুধুই এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর ভক্তটিকে এগিয়ে চলতে বলছিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় করে তুলে সুখী করলেন।

তোমরা সকলে শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলে আমাকে আরও কিছুকাল এই জগতে রাখার জন্য, তাই আমি এখানে রয়েছি। আমার আশা, শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় হয়ে তোমরা সবাই খুশি হয়ে আছ। তা না হলে, আমি তো সব সময় তোমাদের সাহায্যের জন্যে রয়েছি। ভবিষ্যতে সকল পরিস্থিতিতেই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণভাবনাচর্চায় বেশ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাক, এটাই অনুরোধ।

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

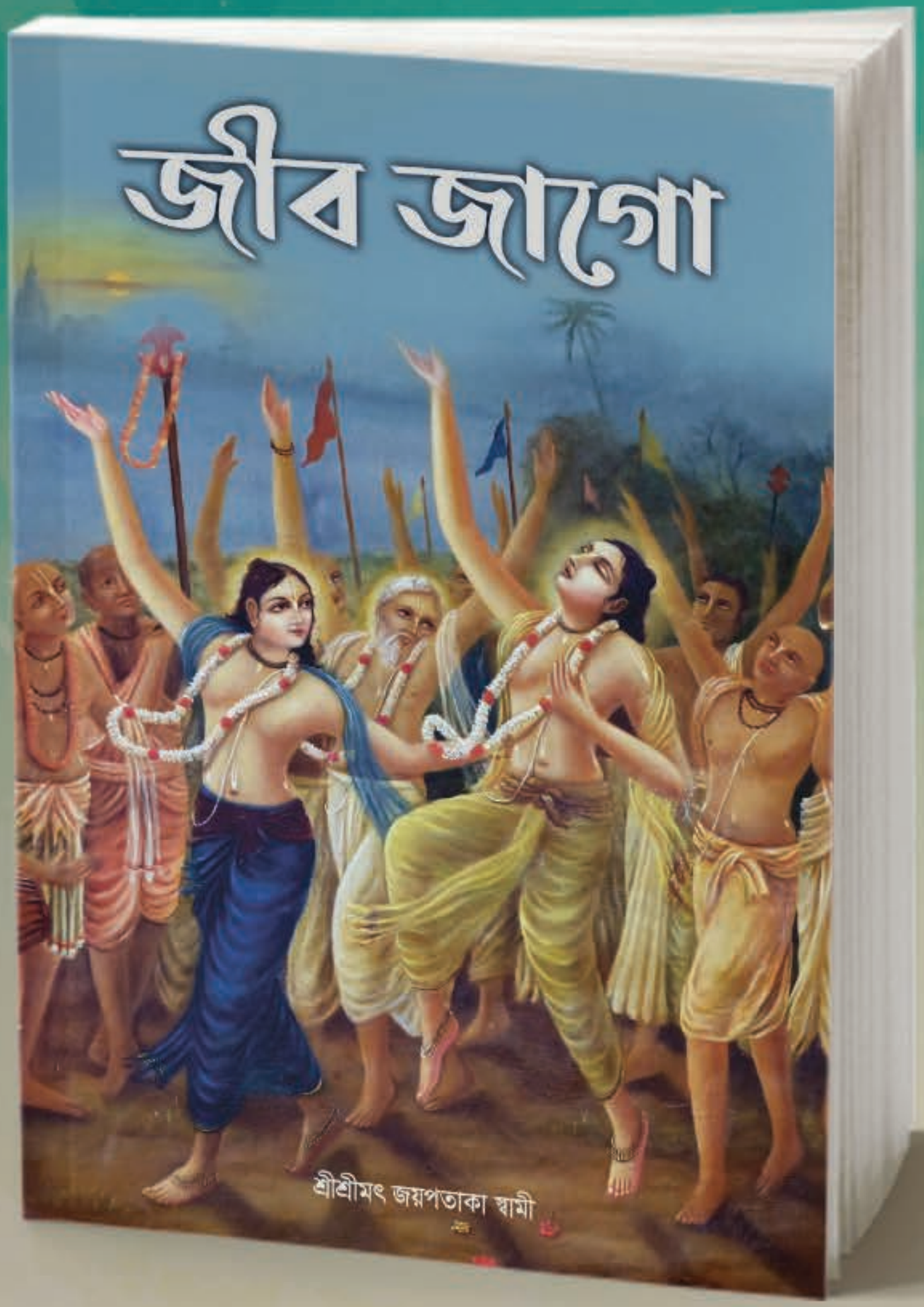

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553